চির বিদ্যমান ত্রানকর্তা

পিটার নামে এক স্কটিশ বালক সবুজ মরু উপত্যকায় ঘন কুয়াশার রাতে হঠাৎ পথ হারিয়ে ফেলে, ঈশ্বর তাকে নাম ধরে ডাকেন, ‘‘পিটার! ,, পুনরায় যখন দিব্য কণ্ঠস্বর পিছন থেকে আসে, তখন সে দাঁড়িয়ে পড়ে । আরে, আর এক পা এগুলেই সে পড়ে যেত বিশাল এক চুনা পাতরের খাদে ।

আমরা প্রত্যেকেই যদি ঈশ্বরকে আমাদের নাম ধরে ডাকতে শুনতাম, তাহলে কি সুন্দর লাগত না ? তিনি আমাদের সঙ্গী হলে কি আনন্দ হতো না ? আহা ! যদি আমরা যদি , আমাদের স্বপ্ন এবং সমস্যা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পেতাম, জীবন কতই না মধুর হত ।

১ । যীশুর অপরিমেয় সান্নিধ্য

বিশ্বাস করুন বা নাই করুন , যীশু আমাদের মধ্যে সশরীরে বাস করতেন এখন তার থেকে আমরা অনেক বেশি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি । আমাদের নগরে যীশুকে দেখতে পেলে ভাল লাগত অবশ্যই , কিন্তু তাঁকে এক পলক দেখবার জন্য বিশাল জনতার চাপের কথাটা একবার ভেবে দেখুন । প্রভুর আমলে তাঁর চাহিদাটা একবার কল্পনা করুন । জীবনে মাত্র কয়েক মিনিট তাঁর সান্নিধ্য পেলেই ধন্য হতাম ।

আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই যীশু ব্যক্তিগত স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর । প্রতিদিন তাঁর সান্নিধ্য যেন আমরা অনুভব করতে পারি সেই কারণেই তিনি বিশেষ পরিচর্যা উপলক্ষে স্বর্গারোহণ করেছেন । পৃথিবীতে থাকা কালিন তিনি স্থানকালের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকার দরুণ , তাঁর মহাপ্রেমের খাতিরে তিনি এখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে প্রত্যেক ইচ্ছুক ব্যক্তির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসেন । স্বর্গারোহনের পূর্বে যীশু আমাদের কাছে কি অঙ্গীকার করেছিলেন ।

‘‘আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি ।’’ ..... মথি ২৮ ঃ ২০

খ্রীষ্ট এখন স্বর্গে কি কাজ করছেন যার জন্য আমরা তাঁর সঙ্গে চিরদিন থাকতে পারব ?

''ভাল, আমরা এক মহান মহাজাযককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব আইস, আমরা ধর্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারন করি । কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দূর্বলতা -ঘটিত দূঃখে দূঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে । অতএব আইস, আমরা সাহস - পূর্বক অনুগ্রহ - সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই ।'' ..... ইব্রীয় ৪ ঃ ৪ - ১৬

স্বর্গে যীশুকে আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে লাভ করার নিশ্চয়তার বিষয়ে মনোনিবেশ করুন ঃ ''সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত ।'' ''আমাদের দূর্বলতা - ঘটিত দূঃখে দূঃখিত ।'' ''সময়ের উপযোগী উপকারার্থে,, অনুগ্রহ দাতা । আমাদের মহাযাজকরূপী যীশুর খাতিরে আমরা আর সুদূর স্বর্গ থেকে বিচ্যুত নই ; খ্রীষ্ট আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ সিংহাসনের সম্মুখে পৌছে দেন । আমার অবিশ্বাস্যভাবে পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে পৌছে যাই ।

যীশু স্বর্গে কি পদাধিকার লাভ করেছেন ?

''কিন্তু ইনি পাপর্থক একই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিনে উপবিষ্ট হইলেন ।'' .... ইব্রীয় ১০ ঃ ১২

জীবন্ত খীষ্ট ..... যিনি উপলব্ধি করেন ..... ''ঈশ্বরের দক্ষিনে উপবিষ্ট,, আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি । যীশুর জীবনধারা কিভাবে তাঁকে আমাদের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য করে ?

''অত এব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কার্য্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন । কেননা তিনি আপনি পরীক্ষিত হইয়া দূঃখ ভোগ করিয়াছেন বলিয়া পরীক্ষিত গনের সাহায্য করিতে পারেন ।'' ইব্রীয় ১ঃ১৭ - ১৮

আমাদের ''ভ্রাতা'' যিনি মানবতার প্রতিনিধি এবং আমাদের মতো ''পরীক্ষিত'' তিনি এখন পিতার দক্ষিনে আমাদের মহাযাজকরূপে বিদ্যমান । আমাদের সাদৃশ্য লাভ করে তিনি মানুষের দূঃখদুর্দশা সম্পূর্ণরূপে অবগত ।তিনি ক্ষুদার্ত হয়েছিলেন ; পিপাসা, পরীক্ষা এবং বঞ্চনার হাত থেকে তাঁর নিস্তার ছিল না । সহানুভুতি এবং সহমর্মিতার আবশ্যকতা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন ।

কিন্তু সর্বোপরি , যীশু আমাদের মহাযাজক হওয়ার যোগ্যতা পেয়েছেন শুধুমাত্র আমাদের পাপের কারনে নিজের জীবন উৎসর্গ করে । আমাদের স্থলে মৃত্যুবরণ করে তিনি মানুষের পাপের মূল্য পরিশোধ করেছেন । এ তাঁর ''মহা প্রায়শ্চিত্ত ।'' সর্বকালের সর্বস্থানের জন্য এটি সুখমাচার ।

জনৈক বাইবেল স্কুলের পরিচারক তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন ঃ ''আমার তিন বছরের ছোট মেয়েটির একটি আঙুল ফোল্ডিং চেয়ারের চাপে ভেঙে গিয়েছিল । আমরা তাঁকে হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই । মেয়ের তিব্র বেদনার ক্রন্দন শুনে আমাদের বুক ফেটে যায় । আমাদের বেদনা আমার পাঁচ বছরের মেয়েটি অনুভব করে বলে ওঠে, ''বাবা, বোনের বদলে আমার আঙুলটা যদি ভেঙে যেত, তাহলে ভালো হত ।'' আমি তাঁর সেই হৃদয়ভেদী কথাগুলো কোনদিন ভুলতে পারিনি ।

যখন সমুহজাতি পাপের চরম আঘাতে অনন্ত মৃত্যুদন্ডের অধিকারী, যীশু বললেন, ''পিতা , এই যন্ত্রণা আমি নিতে ইচ্ছুক ।'' এবং পিতা যীশুর ইচ্ছা ক্রুশে পূরন করেন । আমাদের সর্বপ্রকার যন্ত্রণা আমাদের ত্রানকর্তা ভোগ করেছেন ..... বরং আরও অতিরিক্ত ।

২ । পূরাতন নিয়মে সুসমাচার

ইস্রায়েল সন্তানগন যখন সিনয় পর্বতের পাদদেশে তাঁবু স্থাপন করেন, ঈশ্বর মোশিকে উপাসনার জন্য বহনযোগ্য একটি ধর্মধাম স্থাপনের নির্দেশ দেন । তিনি বলেন , ''পর্বতে তোমাকে এই সকলের যেরূপ আদর্শ দেখান গেল, সেইরূপ সকলই করিও''

(যাত্রা ২৫ ঃ ৪০) । এর প্রায় ৫০০ বছর পরে, রাজ্য শলোমনের দায়িত্বে এই বহনীয় ধর্মধামের পরিবর্তে প্রস্তরের মন্দির নির্মিত হয় । পূর্বের নির্দেশিত আদর্শ অনুযায়ীই এই ধর্মদাম বা মন্দির নির্মিত হয় ।

ঈশ্বর যখন মেশিকে ধর্মধাম নির্মানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর অন্তরে কি বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ?

''আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্মধাম নির্মান করুক, তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব ।'' যাত্রা ।'' .....২৫ ঃ ৮

পাপের ভয়ঙ্কর পরণতি মানুষকে তাদের স্রষ্টার থেকে বিছিন্ন করে দিয়েছিল । ধর্মধামের মাধ্যমে ঈশ্বর আবার মানুষের মধ্যে বসবাসের পরিকল্পনা করেন । ধর্মধাম, পরবর্তিকালে মন্দির , পুরাতন নিয়মের আমলে উপাসনা এবং ধর্মজীবনের কেন্দ্রসথান । প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় জনগন ধর্মধামে সমবেত হত এবং প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করত প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ঃ সেই স্থানে আমি তোমার কাছে দেখা দিব,, (যাত্রা ..... ৩০ ঃ ৬) ।

পুরাতন নিয়ম নতুন নিয়মের মতো একই পরিত্রাণের সুসমাচার শিক্ষা দেয় । উভয় নিয়মেই আমাদের পাপের জন্য যীশুর মৃত্যুবরন এবং পরিচর্যার প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে ।

৩। যীশুর পরিচর্যা ধর্মধামে প্রকাশিত

ধর্মধাম এবং তার পরিচর্যা প্রণালীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যীশু স্বর্গীয় ধর্মধামে আমাদের জন্য কি করেছেন । জাগতিক ধর্মধাম যেহেতু স্বর্গীয় ধর্মধামের আদর্শে নির্মিত , তাই এটি দিব্যধামে খ্রীষ্টের পরিচর্যার প্রতিফলন । যাত্রা ২৫ - ৪০ অধ্যায় বিশদভাবে প্রান্তরের ধর্মধামের পরিচর্যা এবং উৎসবাদির বিবরণ দেয় ।এই ধর্মধামের রূপরেখা নতুন নিয়মে সংক্ষিপ্তকারে বর্ণিত হয়েছে ।

''ভাল, ঐ প্রথম নিয়ম অনুসারেও আরাধনার নানা ধর্মবিধি এবং পার্থিব একটি ধর্মধাম ছিল । কারণ একটি তাম্বু নির্মিত হইয়াছিল, সেটি প্রথম, তার মধ্যে দীপবৃক্ষ, মেজ ও দর্শনরুটির শ্রেণী ছিল; ইহার নাম পবিত্র স্থান । আর দ্বিতীয় তিরস্করিণীর পরে অতি পবিত্র স্থান নামক তাম্বু ছিল, তাহা সুবর্ণময় ধূপবেদি ও সর্বদিকে স্বর্ণমন্ডিত নিয়ম - সিন্দুক বিশিষ্ট, ঐ সিন্দুকে ছিল মান্নাধারী স্বর্ণময় ঘট , ও হারোণের মঞ্জরিত ষষ্টি, ও নিয়মের দুই প্রস্তরফলক, এবং তাহার উপরে প্রতাপের সেই দুই করূব ছিল, যাহারা পাপাবরণ ছায়া করিত ।'' ..... ইব্রিয় ৯ ঃ ১ - ৫

ধর্মধামের দুটি কক্ষ ছিল, পবিত্রস্থান এবং মহাপবিত্রস্থান । ধর্মধামের সামনে ছিল প্রাঙ্গণ । প্রাঙ্গণ চত্বরে স্থাপিত ছিল পিত্তলের বেদি, যার উপর যাজকগন হোমার্থক বলি উৎসর্গ করতেন , আর ছিল হাত ধোয়ার জন্য প্রক্ষালন পাত্র ।

পিত্তলময় বেদির উপর উৎসর্গীকৃত বলি যীশুর প্রতীক, যিনি ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে হয়েছেন , ''ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান (যোহন ১ ঃ ২৯) । অনুতপ্ত পাপী যখন বেদির কাছে তার হোমবলি নিয়ে উপস্থিত হত এবং তার পাপ স্বীকার করত, সে ক্ষমাকৃত ও শুচীকৃত হত । একই প্রক্রিয়ায়, আজকের পাপীরা যীশুর রক্তের মাধ্যমে ক্ষমা ও শুচিতা লাভ করে (যোহন ১ ঃ ৯) ।

প্রথম কক্ষ, বা পবিত্র স্থানে, রক্ষিত সদা জাজ্বল্যমান সপ্ত দীপবৃক্ষ যীশুকে চিরঞ্জীবী ''জগতের জ্যোতি,, (যোহন ৮ ঃ ১২) রূপে প্রকাশ করে । পবিত্র রুটি আমদের ''জীবনখাদ্য'' (যোহন ৬ ঃ ৩৫) রূপে যীশুকে প্রকাশ করে, যিনি আমাদের দৈহিক ও আত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন । সুবর্ণময় ধূপবেদি আমাদের নিমিত্ত ঈশ্বরের সম্মুখে যীশুর প্রর্থনাশীল পরিচর্যাকে নির্দেশ করে (প্রকা ৮ ঃ ৩ ৪) ।

দ্বিতীয় কক্ষ, অর্থাৎ মহা পবিত্র স্থানে , স্বর্ণ মন্ডিত নিয়ম - সিন্দুক থাকত, এটি ঈশ্বরের সিংহাসনের প্রতিক । এর পাপা বরণ, ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী পাপী মানুষের পক্ষে খ্রীষ্টের মধ্যস্থতাকারিতার প্রতীক । পাপাবরণের নিচে থাকত মোশিকে প্রদত্ত ঈশ্বরের দশ আঞ্জা সম্বলিত দুই প্রস্তরফলক । স্বর্ণময় করূব পাপাবরণ ছায়া করতেন । দুই করূবের মধ্যবর্তী স্থানের জ্যোতি পরমেশ্বরের উপস্থিতির পরিচয় । দুই কক্ষের মাঝখানে ছিল পরদা বা তিরস্করণী । যীশুর মৃত্যুর সময় কি ঘটেছিল ?

''মন্দিরের তিরস্করণী উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল ।''
- মথি ২৭ ঃ ৫১

যীশুর মৃত্যতে মহাপবিত্র স্থান প্রকাশ্যিত হয় । যীশুর মৃত্যুর পর পবিত্র ঈশ্বর এবং মহাপাতকের মধ্যে কোন অন্তরাল নাই । যীশু বিশ্বাসীদের পিতার সম্মুখে আনয়ন করেছেন ।

৪ । আমাদের মুক্তির জন্য খ্রিষ্টের মৃত্যু

জাগতিক ধর্মধাম যে দিব্য ধর্মধামের আদর্শে নির্মিত সেখানে যীশু আমাদের জন্য এখন পরিচর্যা করছেন । জাগতিক মন্দির স্বর্গীয় মন্দিরের ''দৃষ্টান্ত ও ছায়া'' (ইব্রীয় ৮ ঃ ৫) । কিন্তু এর মধ্যে পার্থক্য আছে । জাগতিক যাজকেরা স্বয়ং মানুষের পাপ ক্ষমা করতে পারতেন না , কিন্তু এই দিব্য মহাযাজক স্বয়ং আত্মবলিদানের মাধ্যমে আমাদের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত, এবং পাপ ক্ষমা করার অধিকারী (ইব্রীয় ৯ ঃ ২৬ পদ দেখুন) ।

পুরাতন নিয়মের লেবিয় পুস্তক ধর্মধামের পরিচর্যাকে দুভাগে ভাগ করে ঃ নিত্য পরিচর্যা এবং বাৎসরিক পরিচর্যা (২৩ নং গাইডে বাৎসরিক পরিচর্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ।)

নিত্য পরিচর্যার, যাজক নিজের এবং সারা সমাজের জন্য বলিদান করতেন । কেউ পাপ করলে , সে একটি নির্দোষ প্রাণীকে পাপ বলি হিসাবে নিয়ে আসত (লেবীয় ৪ ঃ ২৯) ।নির্দোষ পশুর মাথায় হাত রেখে পাপ স্বীকারের ফলে পাপীর পাপ পশুটির মধ্যে সঞ্চারিত হত । এই প্রক্রিয়া কালভেরিতে ক্রুশারোপিত খ্রীষ্টকে নির্দেশ করে, যে নির্দোষ ব্যক্তি আমাদের নিমিত্ত ''পাপস্বরূপ হলেন'' (২ করি ৫ ঃ ২১) । তাঁর রক্তের মাধ্যমে আমাদের মুক্তি সাধিত হল ।

৫ । রক্ত কেন ?

''রক্তসেচন ব্যতিরিকে । পাপমোচন হয় না ।'' ইব্রীয় ৯ ঃ ২২

আমাদের পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করে খীষ্ট পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছেন এবং নিজ রক্তের গুনে আমাদের জন্য অনন্তকালীন মুক্তি উপার্জন করেছেন (১২ পদ) । আমাদের পাপের জন্য যখন ক্রুশে যীশুর রক্ত সেচিত হয়, যিরূশালেম মন্দিরের তিরস্করণী উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হয় । (মথি ২৭ ঃ ৫১) । ক্রুশে যীশুর আত্মবলির কারণেই এখন আর পশুবলির কোন আবশকতা নাই । আমাদের বিকল্পে তিনি আজ্ঞাধীন থেকে নিজ প্রাণ বলিদান করলেন । ক্রুশে রক্ত ঝরিয়ে খীষ্ট পাপের সম্পূর্ণ দন্ড ভোগ করে আমাদের জন্য শান্তিসন্ধি স্থাপন করলেন (কলসীয় ১ ঃ ২০) ।

৬। আমাদের মুক্তির জন্য যীশুর নিত্যসেবা

স্বর্গীয় ধর্মধামে যীশুর রোজ রোজ কি কাজ ?

''এইজন্য যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয় , তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন ।'' - ইব্রীয় ৭ ঃ ২৫

যীশু এখন নিত্য পরিচর্যায় আমাদের পক্ষে তাঁর রক্ত উপস্থাপন করেন । প্রত্যেক মানুষকে তিনি পাপের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছেন । অনেকে ভ্রমবশত মনে করেন , আমাদের মধ্যস্থকারী যীশু স্বর্গে অনিচ্ছুক পিতার কাছে আমাদের জন্য করুণা ভিক্ষা করেন । কিন্তু আদৌ তা সত্য নয় । আমাদের বিকল্পে পূত্রের বলিদানকে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহন করেছেন ।

স্বর্গধামে আমাদের মহাযাজক হিসাবে খ্রীষ্ট মানব রূপেই আবেদন করেন । তিনি পরিচর্যা করেন উদাসীনকে দ্বিতীয়বার তাঁর অনুগ্রহের প্রতি আকর্ষণ করতে, মহাপাতককে সুসমাচারের প্রত্যশা দান করতে, এবং বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের বাক্যে ও প্রার্থনায় পটু করতে । যীশু আমাদের জীবনকে আঞ্জা সকলের সামঞ্জস্যে চরিত্র গঠনের উপযোগী করে তোলেন ।

জগতের সর্বকালের সমুদয় মানুষের জন্য ঈশ্বর তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন । আর এখন মহাযজক এবং মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ''তিনি সতত জীবিত আছেন ।'' তিনি মানবের পাপমোচনের জন্য তাঁর মৃত্যুকে গ্রহন করবার প্রয়াসে সতত যত্নশীল । যদিও তিনি ক্রুশে সমুহ পতিত জগৎকে উদ্ধার করেছেন, তথাপি আমরা নিজেরা তার অনুগ্রগ গ্রহন না করলে তিনি স্বপ্রাণোদিত হয়ে আমদের উদ্ধার করতে পারেন না । পাপি বলে যে মানুষ উদ্ধার পায় না তা এমন নয় , যীশুর করুণাকে গ্রহন না করার জন্যই তারা চিরতরে বিনষ্ট হয় । আদম এবং হবার ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে পাপ নসাৎ করে দিয়েছে । কিন্তু যীশু, ঈশ্বরের মেষশাবক হিসাবে , সমুদয় মানব জাতিকে স্বাধীন করে সেই অন্তরঙ্গতাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ই মৃত্যুবরণ করেছেন । আপনি কি তাঁকে মহাযাজক হিসাবে গ্রহন করতে সক্ষম হয়েছেন যাতে সেই সম্পর্ককে পূর্ণোদমে পুণর্গঠিত করতে পারেন ।

খ্রীষ্টের বলিদানমুলক মৃত্যু একান্তভাবে অদ্বিতীয় । তাঁর স্বর্গধামের পরিচর্যাকলাপ একান্ত অতুলনীয় । কেবলমাত্র খ্রীষ্টই ঈশ্বরকে আমাদের সান্নিধ্যে আনতে সক্ষম । শুধুমাত্র খ্রীষ্টই পবিত্র আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে বসবাসের যোগ্যতা দান করেন । আমাদের পুর্ণ করার জন্যই তিনি নিজেকে নিঃস্ব করেছেন । আসুন, আমরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের ত্রাণকর্তা এবং প্রভূরূপে গ্রহন করি ।